COAST, CJRF cK‡íi cÖKvkbv
msL¨v- 38; wW‡m¤i 2021 \ AMÖnqY , 1428

স্থানীয় জলবায়ু সক্ষমতা

G¨vW‡fv‡Kwm ¯^vbxq D‡`¨vM Aw f‡hvRb

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প কোস্ট বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় ৭ টি জেলায় জানুয়ারী, ২০১৮ হতে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে নিয়ে উপকূলীয় সুরক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি করছে, যেমন- টেকসই উপকূলীয় বাধ ব্যবস্থাপনা,আভ্যন্তরীন জলবায়ু বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা, প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও উপকূলীয় বনায়ন সম্প্রসারন প্রভূতি, নারী ও কিশোরীদের তথ্য উপাত্ত ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে ৮টি উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে জনসচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সমুহ প্রদান ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ নিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের নিজস্ব দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের কৌশল প্রণয়নের দাবি নাগরিক সমাজের

সাম্প্রতিক কপ ২৬ বা বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ফলাফলকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জন্য হতাশাজনক বলে অভিহিত করেছেন নাগরিক সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। তাঁদের বলেন, এই সম্মেলনে অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য অর্থায়নের বিষয়ে, বিশেষ করে অভিযোজন এবং ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নেই। যে কারনে জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজন কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতি এবং ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নের উপর জোর দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক কৌশল প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানায় নাগরকি সমজি সংগঠনের কয়েকটি নেটওয়ার্ক। গত ২২ নভেম্বর সকাল ১১.০০টায় "কপ ২৬ এর ফলাফল এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রেক্ষিত" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার থেকে এই দাবি তুলে ধরেন।

ভার্চুয়াল সেমিনারের আয়োজন করে করে কোস্ট ফাউন্ডেশন, এওএসইডি, বিপনেট সিসিবিডি, সিপিআরডি, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, কোস্টাল লাইভলিহুড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লিন) এবং ইক্যুইটি অ্যান্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন ইক্যুইটিবিডির মোস্তফা কামাল আকন্দ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু নেগোশিয়েমন টীমের প্রধান অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. মোস্তফা সরোয়ার, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফ জামিল, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জলবায়ু আলোচক কামরুল ইসলাম চৌধুরী, বিপনেট সিসিবিড'র মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা, সিডিপির মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মাসুম, এওএসইডি-খুলনার জনাব শামীম আরেফিন, এনজিও ব্যক্তিত্ব এমরানুল হক এবং দৈনিক জনকণ্ঠের কাওসার রহমান। ইক্যুইটিবিডি'র সৈয়দ আমিনুল হক সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি বলেন, কপ ২৬ এর ফলাফল আসলেই হতাশাজনক, কারণ এর কারণ সিদ্ধান্তগুলি সামগ্রিকভাবে প্যারিস চুক্তির CBDR (সাধারণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব) নীতিকে ভেঙে দিয়েছে, বাস্তুচ্যুতিসহ অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর টিকে থাকার বিষয়গুলো বিবেচনার বদলে তারা নানা ধরণের ব্যবসায়িক ধাঁচের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জলবায়ু সম্মেলনে আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে সরকারকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে।

ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নের উপর জোর দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক কৌশল প্রণয়নের জণ্য সরকারের কাছে দাবি জানায় নাগরকি সমজিপ্রতিনিধিবৃন্দ। অনলাইন সেমিনার ,২২ নভেম্বর ২০২২

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক জেলেদের সরকারি সুরক্ষা সেবায় অংশগ্রহণ বাড়াতে অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র জেলে দল গঠন

সরকারের যে কোন মানবিক সহায়তা পেতে হলে জেলে নিবন্ধন আবশ্যক,অথচ উপকূলীয় এলাকার অনেক প্রান্তিক জেলে সরকারের বিভিন্ন প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শুধু মাত্র নিবন্ধন না থাকার কারণে। নিবন্ধন না থাকার পেছনে উল্ল্যেখযোগ্য কারণ হিসেবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় বিকল্প আয়ের সন্ধানে শহরে থাকা, সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও পক্ষপাতিত্বমূলক আচরন করা সহ নানান প্রকার অনিয়ম এর কারন উল্লেখ করেন প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়।

*জেলে দলগুলোর সাথে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে যেনো তারা সরকারি সুরক্ষা সেবার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এডভোকেসি করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। **১৯ নভেম্বর ২০২১, ছবি-শহিদুল ইসলাম, সিজেআরএফ, বড়ঘোপ, কুতুবদিয়া,কক্সবাজার।***

সমুদ্রগামী মাছ ধরা ট্রলারগুলোতে থাকেনা পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী, মহাজনদের চাপে দুর্যোগের সময় সাগড়ে মাছ ধরতে যেতে হয়,অবস্থান করতে হয় গভীর সমুদ্রে, অথচ বেশিরভাগ ট্রলারেই থাকে না লাইফ জ্যাকেট ও নিরাপত্তা বয়া।

নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে জেলেরা।

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প তার কর্ম এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক প্রান্তিক জেলেদের নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল তৈরি করেছে, তাদের সাথে নিয়মিত সভা করছে এবং সক্ষমতা বাড়াতে নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে যেনো তারা সরকারি সুরক্ষা সেবার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এডভোকেসি করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন সেবা প্রদানের সময়ের উপর ভিত্তি করে একটি বাৎসরিক ক্যালেন্ডার প্রস্তত করবে, প্রকৃত জেলে অথচ নিবন্ধন হয়নি এমন বাদ পড়া জেলেদের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ এবং সরকারী মৎস্য অধিদপ্তর এ জমা দিবে, দুর্যোগের সময় যে সকল জেলেরা মাছ ধরতে ঘাট ছেড়ে যায় এবং ঐ সময় সমুদ্রে অবস্থান করে তাদের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরকে অবহিত করবে, পর্যাপ্ত সমুদ্র সুরক্ষা সরঞ্জাম নেই এমন ঝুকিপূর্ণ মাছ ধরার নৌকা/ ট্রলারগুলোর তালিকা প্রস্তুত করবে এবং উপজেলা মৎস্য বিভাগের কাছে তা জমা দেবে।

কার্যক্রমের কৌশল নির্ধারনে সিজেআরএফ পার্টনারদের অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত।

প্রকল্পের লক্ষিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল এবং বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অংশীজনরা তাদের মতামত ব্যক্ত করছেন।অনলাইন সভা,২১ অক্টোবর ২০২১

কোস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্পের চলতি বছরের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারনে পার্টনারদের মধ্যে অনলাইন সভা গত ২১ অক্টোবর সকাল ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের পোগ্রাম হেড- এম. এ.হাসানের সঞ্চালনয় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রকল্পের অন্যান্য পার্টনার সংগঠনের প্রতিনিধি সহ প্রকল্পের সকল সহকমীরা অংশগ্রহন করেন।সভায় নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশলগুলো চুড়ান্ত করা হয় এবং বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনাও ঠিক করা হয়। কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু অভিযোজন কৌশল বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল, জেলে সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন প্রক্রিয়া,স্থান ও দায়িত্ব সমুহ এবং মাসিক প্রতিবেদন সহ অন্যান্য বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়।

জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্প্রসারনে স্থানীয় প্রচারনা

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির কারণে এই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনীতি আশঙ্কাজনকভাবে হারে পাচ্ছে।তারা আর্থ-সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, রোগের প্রকোপ বাড়ছে, তাদের আয় হ্রাস পাচ্ছে। এই প্রচারাভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল বিচ্ছিন্ন ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। এই ধরনের প্রচারনার মাধ্যমে বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবহার, জলবায়ু অভিযোজিত আয় উৎপাদনকারী কৃষি পদ্ধতি যেমন- রংপুর মডেল, বস্ত পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত পদ্ধতি) এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলের কমিউনিটি মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জলবায়ু অভিযোজিত কৌশসমূহ সম্প্রসারণে প্রচারনা কার্যক্রম, ২১ নভেম্বর, ৭ নং ওয়ার্ড, রহমতপুর ছবি : সম্পদ চক্রবর্তী, এসডিআই, সন্দিপ, চট্টগ্রাম।

জলাবদ্ধ জমিতে বস্তায় সবজি চাষে সফল রাশিদা বেগম

বস্তা পদ্ধতি ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকার জলাবদ্ধ জমিতে এখন খুব সহজে ও কম খরচে সবজি চাষ করতে পারছে উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র নারীরা। পারিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হওয়ায় এই পদ্ধতি এখন উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র নারীদের কাছে ব্যপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

রাশিদা বেগম, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার , মানিকা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা, তিনি তার বাড়ি পেছনের পতিত জায়গায় ৩২টি বস্তায় বিভিন্ন ধরণের সবজি লাগিয়েছেন যেমন- লাউ, মিষ্টিকুমড়া, বরবটি, পুইশাক, ঢেড়ষ ইত্যাদি। নিয়মিত যত্ন এবং পরিচর্যায় ফলনও বেশ ভালো হয়েছে। তার কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমাদের এখানকার জমিগুলো নিচু হওয়ায় বর্ষা ও জোয়ারের পানিতে জমি জলাবদ্ধ থাকে, এই জমিগুলো কোন কাজেই আসে না, আবার হঠাৎ বৃষ্টির কারণে বা বন্যার পানিতে লাগানো ফসলগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরো জানালেন এই পদ্ধতিতে সবজি চাষের বড় সুবিধা হচ্ছে জলাবদ্ধ ও লবনাক্ত জমিতে চাষ করা যায়, জোয়ারের পানিতে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না, জায়গা কম লাগে, খরচও কম হয় সারা বছর ধরে চাষ করা যায়। আমার দেখাদেখি অনেকেই এখন এই পদ্ধতিতে চাষবাদ শুরু করেছে। রাশিদা বেগম বেগম জানালেন নিজেদের চাহিদা পুরন করেও প্রতিদিন অন্তত ১০০-১৫০ টাকার সবজি বাজারে বিক্রি করছেন, মাসে প্রায় ৪-৪৫০০ টাকা।

রাশিদা বেগম, বাড়ির পেছনের পতিত জমিতে ৩২টি বস্তায় বিভিন্ন ধরণের সবজি লাগিয়েছেন, নিয়মিত যত্ন এবং পরিচর্যায় ফলন ও বেশ ভালো হয়েছে। ৬ নং ওয়ার্ড, মানিকা ইউনিয়ন, চরফ্যাশন ,ভোলা, ছবি: আতিকুর রহমান ,টিও, সিজেআরএফ প্রকল্প।

GB cKvkbwU ˆZwi‡Z c‡qRbxq Z_¨ w`‡q ÔÔm‡RAviGdÕÕ cK‡íi mKj mnKgx mn‡hwMZv K‡i‡Qb|
we¯wiZ Z_¨ I †hvMv‡hv‡Mi Rb¨:
Gg. G. nvmvb, †cvMvg †nW-‡Kv÷, wm‡RAviGd cKí|
†gvevBj : 01708120333, **hasan@coastbd.net**
cKí Kvhvjq- k¨vgjx, XvKv †_‡K cKvwkZ I msiwÿZ www.coastbd.net